ইন্তিফাদাহ্‌র ২ বছর

ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনি জনগণের মুক্তিসংগ্রাম ইন্তিফাদাহ তৃতীয় বছরে গড়াল। গত দুই বছরের ইসরাইলি নিষ্ঠুরতা, প্যালেস্টাইনি প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা সবকিছু নিয়ে লিখেছেন হাসান মূর্তাজা

প্যালেস্টাইনি জনগণের মুক্তিসংগ্রাম 'ইন্তিফাদাহ' তৃতীয় বছরে পা দিয়েছে। ২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিরোধী নেতা অ্যারিয়েল শ্যারন মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র স্থান 'আল-আকসা' মসজিদে পা রাখার পর থেকে শুরু হয় এই দ্বিতীয় ইন্তিফাদাহ—যা 'আল-আকসা' ইন্তিফাদাহ নামে পরিচিত হচ্ছে। ১৯৮২ সালের সাবরা-শাতিলার প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু শিবিরে গণহত্যার খলনায়ক শ্যারন সেদিন এক হাজার ইসরাইলি সৈন্য নিয়ে আল-আকসা মসজিদ কম্পাউন্ডে প্রবেশ করেন। প্রার্থনারত প্যালেস্টাইনিরা এর প্রতিবাদ করলে গুলি চালিয়ে সাত জনকে হত্যা করা হয়। যা জন্ম দেয় চলমান ইন্তিফাদাহ্‌র।

'আল-আকসা' ইন্তিফাদাহ্‌র দু'বছর অতিক্রান্ত হবার পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে এই সংগ্রাম আর কতোদিন চলবে? আরাফাতের নেতৃত্বে প্রথম ইন্তিফাদাহ চলেছিল ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত। এরপর পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যকার 'অসলো' শান্তিচুক্তি ইন্তিফাদাহ্‌র যবনিকা টানে। সাত বছর পর শুরু হলো দ্বিতীয় ইন্তিফাদাহ্‌।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রথম ও দ্বিতীয় ইন্তিফাদাহ্‌ নামে প্যালেস্টাইনিদের দীর্ঘ ৫০ বছরের মুক্তি সংগ্রামকে বিভক্ত করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা প্যালেস্টাইনি ভূখন্ডে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রটির জন্মাবধি প্যালেস্টাইনি জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। স্বাধীন ভূখন্ডের চেতনা তাদের চিরকালই ছিল। আজও যেমন, পঞ্চাশ বছর আগেও তেমনি ইসরাইলি গোলার জবাব তারা দিয়েছে পাথর ছুঁড়ে। তাই ইন্তিফাদাহ কেবল সাত বা দুই বছরের সময়কার নয়, বরং প্যালেস্টাইনের ইতিহাসের পুরোটা সময়ই 'ইন্তিফাদাহ'। দখলদার ইসরাইলিদের উৎখাত যার উদ্দেশ্য। অতএব, চলমান ইন্তিফাদাহ্‌র অবসান হবে ইসরাইলিরা উৎখাত হলেই। চলমান ইন্তিফাদার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে ইসরাইলের কারাগারে আটক প্যালেস্টাইনি আইনসভার (পিএলসি) সদস্যরা তাই স্বাধীনতা জন্য প্যালেস্টাইনিদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেছেন। প্যালেস্টাইনি নেতা ডাক্তার মুস্তাফা আর-বারগুতি রয়টারের প্রশ্নের জবাবে লিখিতভাবে তার দেশবাসীকে 'তাদের ভূখণ্ড থেকে দখলদারীরা বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়চেতা থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম' চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বারগুতি আরও জানিয়েছেন ইন্তিফাদাহ্‌র তৃতীয় বছর হবে 'সিদ্ধান্তমূলক'। তিনি লিখেছেন, 'প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জিত হবার ব্যাপারটি আমরা খাটো করে দেখতে পারি না। আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

ইন্তিফাদায় নিহত প্যালেস্টাইনীদের সারি

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান 'দ্বিতীয় ইন্তিফাদাহ'র জন্য ইতিমধ্যে প্রাণ দিয়েছে ২০০০ নিরীহ প্যালেস্টাইনি। যাদের ৩৫৬ জন নিষ্পাপ শিশু। সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িত নয় এরকম অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নাম নিহতের তালিকায় রয়েছে। অন্যদিকে, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সুপার পাওয়ারের চরম সমর্থনে একটি দখলদারী দেশ কতো নির্মম হতে পারে তার নজিরও সৃষ্টি হয়েছে গত ২৪ মাসে। প্যালেস্টাইনিরা জেনেছে একটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের ক্ষমতা কতো, কতোটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে একটি মার্কাভা ট্যাঙ্ক, কতোটুকু সীসা থাকলে একটি 'রাবার বুলেট' প্রাণহরণ করতে পারে কিংবা 'টিয়ারগ্যাস'ও মৃত্যু ঘটায়।

যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের নাম পরিবর্তনের হিড়িক

তারিক হাসান নাম পাল্টে এখন টেরি হাসান। নিউইয়র্কের হাডসন নদীর তীরবর্তী হোবোকেন শহরের বাসিন্দা তারিক। ৩৫ বছর বয়সী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই মার্কিনি পেশায় একজন অর্থনৈতিক কর্মী। চাকরি, ছিমছাম সংসার আর ছুটির দিনগুলোতে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের নিচে হাডসন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বিকেলের রোদ আর হালকা বাতাসে তারিকের অবসর সময়গুলো কেটে যেতো। এই স্বাভাবিক সুন্দরের মধ্যে তারিকের কখনো মনে হয়নি তার দেশ পাকিস্তান বা তিনি একজন মুসলিম। নিজেকে মার্কিনি ভেবে গর্ববোধ, আত্মতৃপ্তিও তার ছিল। কিন্তু গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বরের পর পাল্টে দিল সবকিছু। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টাওয়ার দু'টি আর হাডসন নদীর তীরে দাঁড়ানো মানুষকে ছায়া দেয় না। মানুষজনও আর আগের মতো আসে না। তারিক হাসানের মনে ভয়, নামে তিনি মুসলিম, চেহারায় আমেরিকান নন। মনে আতঙ্ক বাড়তে থাকে। যদিও কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি বিমান হামলার সঙ্গে সে জড়িত কিনা। তবে যে কোনো সময় তার ওপর হামলা হতে পারে। অনেক মুসলিমই ১১ সেপ্টেম্বরের পরে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কারণ ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য উগ্রপন্থি মুসলিমরাই জড়িত। এটা এখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে তারিক হাসান আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নাম পরিবর্তন করে এখন তিনি টেরি হাসান। তারিক হাসান একা নন। যেমন সান ডিয়াগোয় বসবাসকারী মোহাম্মদ এখন মাইকেল। তিনি নৌবাহিনীতে চাকরি করেন। নাম পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে তার উত্তর- 'মোহাম্মদ নাম হওয়ায় আমি বৈষম্য আর অবিচারের শিকার।' আদালতে গিয়ে নাম পাল্টানো ছাড়া আর বিকল্প পথ ছিল না।

ক্যালিফোর্নিয়ার শহরতলি মেরা মেসা। এখানে বাস করেন আরব নাগরিক বেদির। নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদনে তিনি লিখেছেন, আরব উচ্চারণের নাম আমি আর চাই না। নিউজার্সির সিককাসের ইমাম আবু জায়েদ এখন স্যাম পল স্টুয়ার্ট জার্মেইন। নামের আমূল পরিবর্তন করেছেন। অবহেলা আর শারীরিক হামলার আশঙ্কা এড়াতেই

জেরুজালেমে ইহুদীদের পবিত্র দেয়ালে প্রার্থনারত বুশ

গত দুই বছরে প্রাণ হারানো প্যালেস্টাইনিদের সংখ্যাকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাত হিসাব করলে তা দাঁড়ায় ১৬৬০০০তে। অর্থাৎ ৫৫টি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মৃত্যুর সমতুল্য। প্যালেস্টাইনিদের মৃত্যুর এই হার অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রকে নাড়া দেয়নি। বরং প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষায় শ্যারন একজন 'শান্তিবাদী মানুষ'। প্যালেস্টাইনিদের প্রতি এরচেয়ে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে?

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াও ইসরাইলের প্রতি তাদের অন্যায্য সমর্থন বজায় রেখেছে। প্যালেস্টাইনিদের দাবির কোনো বিশ্বস্ত সূত্রের ভিত্তি তারা কখনো খুঁজে পায় না। জেনিনে ইসরাইলি গণহত্যার সময় বিষয়টি ভালোভাবে প্রমাণিত। দুই সপ্তাহ জেনিনে ইসরাইলি তান্ডব চলার পর প্যালেস্টাইনিরা যখন দাবি করলো সেখানে 'ম্যাসাকার' চালানো হয়েছে, পাঁচ শতাধিক বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, তখন আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম দ্বিধাগ্রস্ত জেনিনে আদৌ কোনো গণহত্যা হয়েছে কি না এ ব্যাপারে। অথচ আত্মঘাতী হামলায় ৫ জন ইসরাইলি নিহত হলে একে 'ম্যাসাকার' আখ্যা দিতে সেই একই মিডিয়ার মুহূর্তকাল চিন্তার প্রয়োজন হয় না। একটি আত্মঘাতী বোমায় ইসরাইলের ক্ষয়ক্ষতি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যতোটুকু কাভারেজ পায়, গাজা শহরে ১০০০ পাউন্ড ওজনের ইসরাইলি বোমা কতোটুকু ক্ষতি করলো, এই ব্যাপারে ততো গুরুত্ব পায় না। প্যালেস্টাইনের ২০ লাখ অধিবাসী ইসরাইলি নির্যাতনে কিভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে, কেবলমাত্র নাবলুসে টানা ১২১ দিনের কারফিউ জনজীবনে কি প্রভাব ফেলেছে– তার কোনো রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আসে না। কিন্তু প্যালেস্টাইনি বোমা হামলার ফলে মানসিক আঘাতে ভেঙে পড়া ইসরাইলিরা 'ট্রমা সেন্টারে' কিভাবে দিন কাটাচ্ছে– এসব রিপোর্ট যথেষ্ট পরিমাণে আসে।

গত ২৪ মাসে ফিলিস্তিনি বোমা হামলাকারীরা প্রায় ৭০টির মতো বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ইসরাইলের দৃষ্টিতে বোমাহামলাকারীরা 'সন্ত্রাসী'। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনিরা মনে করে এরা মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদানকারী 'শহীদ'। তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' মিডিয়া কখনোই প্যালেস্টাইনের যুক্তির দিকে কর্ণপাত না করে ইসরাইলিদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের বোমা হামলাকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু নিরস্ত্র জনগণকে যখন অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়, তখন তাদের প্রয়োজনে আত্মঘাতী হতেই হয়। ফলে বোমা হামলাকারীর গায়ে 'সন্ত্রাসী' তকমা লাগিয়ে দেয়ার অর্থ একপক্ষীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেয়া। আন্তর্জাতিক মিডিয়া ঠিক তাই করে চলেছে।

চলমান ইন্তিফাদাহ্-র দু'বছরে প্যালেস্টাইনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের ওপর দিয়ে ঝড় গেছে সবচে' বেশি। এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে, তখনও আরাফাত রামাল্লায় তার সদর দপ্তরে অন্তরীণ। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে তার দপ্তরে। ইসরাইল বলছে, আরাফাতকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে।

২৪ মাসের মধ্যে এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ইসরাইলি বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী হয়েছেন আরাফাত। এর আগে একাধারে তিন মাস তিনি তার দপ্তরে বন্দী ছিলেন। প্রতিবারই ইসরাইল বলছে, আরাফাত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। বুলডোজার দিয়ে আরাফাতের দপ্তরের সবগুলো ভবন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আরাফাত কার্যত ডানাকাটা পাখি। কিন্তু এই অবস্থায় তাকে চাপ দেয়া হচ্ছে 'সন্ত্রাসীদের' নিয়ন্ত্রণ করার। এরচেয়ে

আবু জায়েদের এই সিদ্ধান্ত।

এখন আমেরিকা জুড়েই মুসলিমদের নামের পরিবর্তন হচ্ছে- বললেন, কাউন্সিল অন ইসলামিক আমেরিকান রিলেসন্সের মুখপাত্র বাইদ ফারাজ। এখন মার্কিনিদের একটা চিন্তা, মুসলমানরা সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর নেপথ্যে। তাদের বিকল্প চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। কিছু আরব সংগঠনের মতে, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মুসলমানদের নাম পরিবর্তনের যে ধারা চলছে, সেটা ঠিক হচ্ছে না। এতে করে মুসলমানরা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত, সেটা আরো বেশি মনে হতে পারে। নিউজার্সির আরব আমেরিকান সিভিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হানি আব্দুল্লাহ বললেন, এটা আসলেই লজ্জার। কারণ ১১ সেপ্টেম্বরের পরে পুলিশ ও গোয়েন্দারা এমনিতেই মুসলমানদের ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছে। বিনা দোষে আটক রেখেছে। মুসলমানদের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইয়েমেনি একজন ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অ্যারিজোনোয় ভারতীয় এক মুসলিমের ভাগ্যেও একই পরিণতি হয়েছে। লুইসিয়ানা, পেনসিলভানিয়াতে অনেক ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করা হয়েছে। এতোসব নির্যাতনের পরেও যখন মুসলিমরা নাম পাল্টানোর জন্য তোড়জোর করছেন, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক আচরণের প্রতিই সমর্থন করা হয়। মুসলমানদের কখনই নাম পরিবর্তন করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন হানি আব্দুল্লাহ। 'নাম পরিবর্তন খুব দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু আমরা কি করতে পারি?' এ প্রশ্ন ৭২ বছর বয়সী আলজেরিয়ান আদনান সাই হাসেনের। তার পরিবর্তিত নাম এখন ড্যান হাসেনসি। তিনি বললেন, আমার নামটি অ্যারাবিয়ান কিন্তু আমি দেখতে আরবদের মতো নই। চেহারায় আমি পুরোপুরি সিসিলিয়ান, তাই ইটালিয়ান নাম গ্রহণ করেছি।

হাসেনের ঠিক বিপরীত একটি ঘটনা। নিউ ব্লুনসউইক প্রি স্কুলের ছাত্র ৪ বছর বয়সী ওসামা আজৌজি। সহপাঠীরা তাকে ডাকে ওসামা বিন লাদেন নামে। নির্যাতনের আশঙ্কায় ওসামাকে ওই স্কুল থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। তার নাম 'সামির' রাখার জন্য দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। আরেকটি সত্য হচ্ছে, ২৩ বছর বয়সী মোহাম্মদ খলিল কখনো চাকরি পেতেন না নামটি মাইকেল না রাখলে।

দিন কয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আরেকটি আইন পাস করেছে। কোনো আরবের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকালে তার হাত ও পায়ের ছাপ নেয়া হবে। শুধু মুসলিমদের বেলায় এই নিয়ম। সব মিলে ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মুসলমানরা শান্তিতে নেই। অন্য ধর্মাবলম্বীরা খুব শান্তিতে আছে তাও ঠিক নয়। কারণ হাডসন নদীর তীরে এখন আর আগের মতো ভিড় হয় না। অথচ ক্লান্ত বিকেলে সেই মিষ্টি বাতাস ঠিক আগের মতোই।

জামান আরশাদ

মার্কিন পতাকা পুড়িয়ে বুশের ইসরাইলপন্থি নীতির প্রতিবাদ করছে ফিলিস্তিনি বালক

হাস্যকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? উপরন্তু, 'সন্ত্রাস' দমনে 'ব্যর্থতার' কারণে আরাফাতকে বদলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বুশ।

১১ সেপ্টেম্বরের পর পৃথিবীর বদলে যাওয়া, আরো পরিষ্কার করে বললে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়া, ইয়াসির আরাফাত বেশ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ জন্য গত বছর ১৬ ডিসেম্বর তিনি তার ফাতাহ সংগঠনের মাধ্যমে সবগুলো সশস্ত্র গ্রুপের কাছে সবধরনের অস্ত্রবাজির অবসানের আহ্বান জানান। হামাস ও ইসলামিক জিহাদের মতো সংগঠনসমূহ আরাফাতের একতরফা আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে অস্ত্র বিরতি শুরু করে। কিন্তু এই অস্ত্রবিরতি বজায় থাকে মাত্র তিন সপ্তাহ। কারণ, গ্রুপগুলোর অস্ত্র বিরতির জবাব ইসরাইল দিয়েছিল ১৬টি প্যালেস্টাইনি শহরে অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, ইসরাইলি হানাদাররা এ সময় ২১ জনকে হত্যা করে যার ১১ জনই শিশু। শ্যারন আগ্রাসনের যথার্থতা দাবি করে বলে আরাফাত ইরান থেকে জাহাজে অস্ত্র চোরাচালান করছিলেন। ফল যা হবার তাই হয়। রুখে দাঁড়ায় প্রথমে হামাস। গাজা শহরে গুলি করে হত্যা করে চার ইসরাইলি পুলিশকে। এরপর ফাতাহ সংগঠন, তাদের নেতা তুলকারেমের সামরিক প্রধান রায়েদ কারমি হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

এটি কেবল একটি উদাহরণ। ইসরাইল কিভাবে বিশ্বের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের আগ্রাসী আচরণকে জায়েজ করতে চাইছে এই ঘটনায় তাই প্রমাণ হয়। কিন্তু এর দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ইয়াসির আরাফাতের ওপরে। বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরোহিত যুক্তরাষ্ট্রও বলে দিয়েছে, প্যালেস্টাইনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তবে আরাফাতকে নির্বাচিত করা চলবে না!

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির যে শবযাত্রা চলছে, তার লাশ বহন করছে প্যালেস্টাইনের নিরীহ জনগণ। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছাকৃত নীরবতা এই অঞ্চলকে নরকে পরিণত করেছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইসরাইল আদৌ শান্তি চায় কি না তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। গত বছর সৌদি আরব এই একটি বিকল্প শান্তি প্রস্তাব নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। আরব লীগের বৈঠকে তা অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয়েছিল, ইসরাইল ১৯৬৭-র যুদ্ধে দখলকৃত জায়গা ছেড়ে দিয়ে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করলে আরব দেশগুলো ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সত্যিকার উদ্যোগের অভাবে এই শান্তি প্রস্তাব এখন হিমাগারে। ১৯৯৩ সালে প্রথম ইন্তিফাদাহ্ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে অসলোতে দু'পক্ষের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এবারের ইন্তিফাদাহ চলাকালে এ ধরনের কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে- এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে আক্রমণের আগে ইসরাইলকে হয়তো আলোচনায় ফিরে যাবার জন্য চাপ দিতে পারে। সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো না দিয়ে প্রমাণ করেছে, সবসময় চোখ-কান বন্ধ রাখা যায় না। কিন্তু অর্থহীন শান্তি আলোচনা কখনোই স্বাধীন প্যালেস্টাইনের বিকল্প হতে পারে না। শান্তি আলোচনার ভিত্তিহীন খোলস প্যালেস্টাইনি জনগণকে কেবলই আশাহত করবে। দেয়ালে পিঠ ঠেকা মানুষ পাল্টা আঘাত ছাড়া আর কি করতে পারে? প্যালেস্টাইন মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মুস্তাফা আল-বারগুতির কথাতেই আবার ফিরে যেতে হয়- 'আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে, ক্ষুধার কষ্ট আর প্রতিকূলতা সহ্য করতে হবে। কেননা আমরা আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি... আর স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরতার একমাত্র পথ ইন্তিফাদাহ্।'